রসুল (সাঃ)-এর মাসের ১৫ তারিখের ইবাদত

ডঃ এম এম আদেল
অধ্যাপক, আরকান-ছ বিশ্ববিদ্যালয়- পাইন ব্লাফ

চন্দ্রের ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখে রোযা রাখার তাগিদ।

প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখ রোযা রাখা বড় পূণ্যের কাজ। আবু যর গিফারী বর্ণনা করেছেন: রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "ও আবু যর, তুমি যদি রোযা রাখ চন্দ্র মাসের যে কোন অংশে, তারপর রোযা রাখ মাসের ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখে।" (**(Narrated by al-Tirmidhi (761); al-Nasai (2424))**।

আয়শো (রাঃ) উদ্‌ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, মাসের যে কোন অংশে (প্রথমে, মধ্য,বা শেষে) এক নাগাড়ে বা ফাঁক ফাঁক দিয়ে তিনিটা রোযা রাখা যেতে পারে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কো নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলেন নাই। তবে ১৩উ, ১৪ই, ও ১৫ই তারিখর রোযা উত্তম। **Narrated by Muslim, (1160).**

আবু যর গিফারী বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখবে সে যেন সারাটা বছর রোযা রাখলো। তার পর আল্লাহ পাক কোরাণে এরশাদ করেছেন প্রতিটা সৎ কর্মের জন্য ১০টা নেকী।" ([Ibn Majah and at-Tirmithi])
সহজ হিসাবে বুঝা যায় যে, ৩টা রোযায় ৩০টা নেকী মিলব; আর ১২ মাসে ৩৬০টা নেকী জুটবে।

জারীর ইবন 'আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ মাসে তিনটা রোযা রাখা সারাটা জীবন রোযা রাখার মত, আর য়্যাইয়্যাম আল-বীড হচ্ছে মাসের ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখ। Narrated by al-Nasaa'i,

2420; classed as sahih by al-Albaani in Sahih al-Targheeb, 1040]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ আমার কাছের বন্ধু (রসূলুল্লাহ (সাঃ)) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন তিনটা জিনিস করতে যা আমি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত করবোঃ প্রতি মাসে তিনটা রোযা রোখা, দুহা নামায আদায় করা, আর বেতেরের নামাজের পর ঘুমান। [Narrated by al-Bukhaari, 1124; Muslim, 721]

দুহা নামায ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে পড়তে হয়। সময় শুরুর প্রথমে পড়লে এটাকে ইশরাক নামায বলা হয়। এটা ঐচ্ছিক নামায়। এটা গোনাহ মাফ করে আর এক ধরণের সাদাকার কাজ করে থাকে।

শা’বানের মাসের মর্যাদা

হাদিসে প্রচলিত আছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, শা’বান তাঁর মাস, রজব আল্লাহর মাস, আর রমযান তাঁর উম্মতের মাস, শা’ বান প্রায়াশ্চিত্যের মাস আর রমযান বিশুদ্ধিকরনের মাস ।

হাদিসটার কার্যকারিতা ও রসূলুল্লাহ (সাঃ) – এর শা’বানে কর্ম ব্যস্ততা বিচার না করে এটাকে কেউ কেউ দুর্বল হাদিস মনে করেন, কারণ এই হাদিসের বর্ণনাকরীদের মধ্যে রয়েছেন আবু বকর ইবন আল-হাছান যিনি বানোয়াট বা জালিয়াতের মধ্য গণ্য ছিলেন। আরও এই যে এর মধ্যে একজন অপরিচিত আল-কিসা’ই রয়েছেন যার নাম Al-La'ali' fy Al-Mawdu`at [reference book about fabricated Hadiths]. (Part No. 3; Page No. 208) -তে উল্লেখ রয়েছেঅ

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোযা রাখতেন ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মনে করতাম উনি রোযা রাখা বন্ধ করবনে না আর উনি(সাঃ) রোযা রাখতেন না যতক্ষণ আমরা মনে করতাম উনি রোযা রাখবেন না। আমি উনা (সাঃ)-কে রমযান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে সম্পূর্ণ মাস ধরে রোযা করতে দেখি নাই আর শা’বান মাসের মত এত বেশী রোযা অন্য কোন মাসে রাখতে দেখি নাই।
(Narrated by al-Bukhari, 1868; Muslim, 1165)

আবু সালামাহ বর্ণনা করেছেন যে আয়েশা (রাঃ)বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) শা’বান মাসের মত এত বেশী রোযা অন্য কোন মাসে (রমযান ছাড়া) রাখতেন না; কোন কোন সময় শা’বানের গোটা মাস রোযা রাখতেন। আর ভাল কাজ করার উপদেশ দিতেন এই বলে যে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পুরস্কৃত করতে ক্লান্ত হোন না যতক্ষণ আমরা ক্লান্ত না্ হই। নাছোড় বান্দা হয়ে ইবাদত করা তাঁর নিকট প্রিয় ছিল সে ইবাদত যতই ছোট হোক। যখন তিনি ইবাদত করতেন তিনি এমন করেই লেগে থাকতেন। **(Narrated by al-Bukhari, 1869; Muslim, 782)**

যে মাসে রসূলুল্লাহ এত ইবাদত করেছেন ও করার তাগিদ দিয়েছেন সেই মাসকে আমরা যথাযথই বলতে পারি রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর মাস। উনি (সাঃ) যদি নাও বলে থাকেন (হাদিস হিসাবে গণ্যের জন্য), আমরা তাঁকে (সাঃ) কাজে তা করতে দেখেছি। উনার (সাঃ)- এর কাজ কর্মকেও হাদিসরূপে নিতে পারি, শুধু মৌখিক তাগাদাই কেন হাদিস হবে?

উনি (সাঃ) রমযান মাসকে উম্মতের মাস বলেছেন। উম্মতের মাস তিনটা অংশ আছে – প্রথম ১০ দিন, দ্বিতীয ১০ দিন, ও তৃতীয ১০ দিন।

প্রথম ১০ দিন হচ্ছে রহমত ও বরকতের্। প্রথম তৃতীয়াংশের দুয়া হচ্ছেঃ হে আমার প্রভু! ক্ষমা করুন ও করুণা করুন; আপনিই শ্রেষ্ঠ অনুকম্পশীল। *[Quran 23:118]*

দ্বিতীয় তৃতীয়াংশ হচ্ছে ক্ষমা প্রার্থনার । দুয়া হচ্ছে আমি আল্লাহর নিকট আমার পাপসমূহের মার্জনা চাই। তিনিই আমার প্রভু আমি তাঁর দিকেই মননিবেশ করেছি।

শেষ তৃতীয়াংশ হচ্ছে দোযখ থেকে মুক্তি। এই মুক্তির দুয়া সব মুসলমানকেই করতে হবে। এই অংশেই পড়ে লায়লাতুল কদর যার আমরা কদর আমরা সবাই জানি। এই অংশে এতেকাফ করা হয়।

এক সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) খোতবাহ দিত মিম্বারে উঠতে ছিলেন। এমন সময় জিব্রাইল (আঃ) এসে তাঁকে (সাঃ) জানান ঐ ব্যক্তি ধবংস হোক যে রমযান মাস পাওয়া সত্বেও ক্ষমা অর্জন করতে পারলো না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জবাবে "আমিন" বলেছিলেন। এই বরকতপূর্ণ মাস বান্দার মঙ্গলের জন্য। অতএব এটা অবশ্যই একটা শক্তিশালী হাদিস।

রজম মাসকে আল্লাহর মাস বলা হয়ে থাকে কারণ এই রজম মাসেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আল্লাহর মহমিা দেখানোর জন্য স্বর্গীয় বাহক বুরাকে করে জিব্রাইল (আঃ) সমভিব্যাহারে মহাশূ্যণ্যের উচ্চতম স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে অতীতে মানুষের পদচারণা ঘটে নাই আর ভবিষ্যতেও ঘটবে না। ২৭শে রজব তারিখ মানব জাতির ইতিহাসের একটা অবিস্মরণীয় দিন। আল্লাহ তায়ালা আর কাউকে নিয়ে এমন অদ্বিতীয় ঘটনা অঘটান নাই ও ঘটাবেন না। আল্লাহই শ্রেষ্টত্বের দাবীদার।

শা'বান মাস প্রায়শ্চিত্বের মাস। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে বিশেষ গুণে ও কর্মে সুশোভিত করেছেন। এগুলো হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা, সামাজিক জীবনে আদান-প্রদান করা, উত্তম কাজ করা, মিষ্টি কথা বলা, উত্তম ব্যবহার করা, খাদ্যদান করা, সালাম প্রদান করা, অসুস্থের (পাপী হোক বা পূণ্যবান হোক) সেবা করা, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, মুসলিম ও অমুসলিম প্রতিবেশীর যত্ন নেওয়া, দাওয়াত গ্রহণ করা, ক্ষমা করা, নিজেকে সংশোধন করা, দান করা, উদার মনের হওয়া, সালাম আদান-প্রদানে প্রথম হওয়া, ক্রোধ সংবরণ করা, সত্যবাদী হওয়া, সত্যবাদীকে মিথ্যা প্রমাণ না করা, পাপীজনের অনুগত না হওয়া, অব্যবহারে কোন জমি নষ্ট না করা, ওয়াদা রক্ষা করা, অসাধুতা বর্জন করা, এতিমের দয়া করা, কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, ঈমান মজবুত করা, পরকালের চিন্তা করা, পাপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, জনসাধারণের সম্মুখে কৃত পাপকর্মের জনসাধারণের সম্মুখে ক্ষমা চাওয়া, উত্তম চরিত্রবান

হওয়া। এই সমস্ত কর্মই আল্লাহর পূণ্যবান বান্দাদের। রমজান মাসে এইসব ইবলিসী কর্মের কোনটাই আমরা চিন্তা করতে পারি না। তাই এগুলো না করতে অভ্যস্ত হতে হবে রমজানের প্রস্তুতি শা'বান মাসে। কৃত পাপকর্ম স্মরণ করে অনুশচেনা করা আর পুনরাবৃত্তির দৃড় সংকল্প নেওয়া এই শা'বান মাস। এই সব অনুশীলনে সফলকাম হলেই রমযানে বিশুদ্ধি অভিযান ফলপ্রসু হয়ে থাকবে।

১৫ই শা'বান অত্যন্ত বরকতপূর্ণ রাত্ আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ ১৫ই শা'বান হলে রাতে ইবাদতের জন্য দাঁড়াও আর দিনে রোযা রাখ। এই দিনের পর আল্লাহ প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হোন আর বলেনঃ ক্ষমা চাওয়ার কেউ আছে যাকে আমি ক্ষমা করতে পারি? কেউ ভরণপোষণের অনুসন্ধান করছে কি যার ভরণপোষণ আমি করতে পারি? কেউ কি মানসিক ও শারীরিক কষ্টে আছে যার কষ্ট আমি দূর করতে পারি? কেউ কি এমন, অমন আছে? এমনটা ফজর পর্যন্ত চলতে থাকে((Ibn Majah).

এক সময় দেশে শবেবরাত উদযাপিত হতো বড়ই আনান্দের মধ্যে। সন্ধ্যার পর গ্রামের প্রতিটা পরিবার হালুয়া রুটি ও তাদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গ্রামের মোড়লের বাহিরাঙ্গনে জমা হতো। সবাই এক সংগে বসে হালুয়া-রুটি ভাগাভাগি করে খেত ও বাড়ীতে নিয়ে যেত। আবার কোন পরিবার বাহিরাঙ্গনে চাঁদোয়া খাটিয়ে সারারাত জেগে নফল নামায পড়ার ব্যবস্থা করতো।

ইদানীং কালের মদীনা ফেরত আলেমরা শাবেবরাত উদযাপনের বিপক্ষে বলে থাকেন। সব মাসেরই ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখে নফল ইবাদতের তাগিদ রয়েছে। তবে শা'বান মাসের ১৫ তারিখের ঐচ্ছিক ইবাদতে মদীনায় শিক্ষিত আলেমরা কেন নিরুৎসাহ করে থাকেন?

মরমী কবি গোলাম মোস্তফা বাংলার মুসলমানদের উন্নতির জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন। মুসলমানদের অতীত ত্যাগ উল্লেখ করেছেন। কাব্যরসের খাতিরে অনেক কিছুই উল্লেখ করেছেন। যেমন হচ্ছে "দাবী করা দান"। আমাদের দাবী করা কোন দান নাই। আমাদেরকে দানার্জনের যোগ্য হতে হবে।

শবে–বরাত

গোলাম মোস্তফা

সারা মুসলিম দুনিয়ায় আজি এসেছে নামিয়া 'শবে–বরাত'
রুজি–রোজগার–জান–সালামৎ বন্টন–করাপুণ্য রাত।
এস বাংলার মুস্লেমিন
হৃত বঞ্চিত নিঃস্ব দীন,
ভাগ্য–রজনী এসেছে মোদের, কর মোনাজাত–পাতো দু'হাত।
ভান্ডার–দ্বার খুলেছে আজিকে দয়াময় রহমান–রহিম,
বিশ্ব–দানের উৎসব আজি চিরপবিত্র মহামহিম।
শত ফেরেশতা দলে দলে
দিকে দিকে আজি ওই চলে,
নিখিল বিশ্বে একি কলরোল– একি প্রীতি–প্রেম–স্নেহ অসীম!

আকাশ-তোরণে রশন-চৌকি-উৎসব-নিশি আলো-জ্বালা,
ঝালর-ঝুলানো ঝাড়-লন্ঠন পূর্ণিমা-চাঁদ সুধা-ঢালা।
নীল-ফিরোজার গালিচা-গায়ে
কারুকলা আঁকা কোটি তারায়,
আসন-বিছানো সে মহাসভায় বসিয়াছে খোদ খোদাতালা।
রহমৎ আজি যেতেছে লুটিয়া- কোটি ফেরেশতা ভারে ভারে
খোদার শিরনী ফিরনী-বাঁটিয়া ফিরিতেছে ওই দ্বারে দ্বারে।
মলয়-সমীর সুরভি তার-
নহে এ গন্ধ ফুল-বালার,
বেহেশতী সেই খোশ্-বু যেন গো ভেসে আসে আজ বারে বারে।
ওরে হতভাগা নাদান মূর্খ, তন্দ্রা-অলস মোহ-বিভল,
গাফিল হইয়া রবি কি আজিকে? মহা রজনীযাবে বিফল?
রাজার প্রাসাদে মহাদানের
উৎসব আজি আলো গানের।
রিক্ত কাঙ্গাল যাবি না কি সেথা? পড়ে রবি হেথা চিরটি কাল?
আয় আয় ওরে ওঠে আয় সবে, দলে দলে তোরা আয় ছুটে,
ভাগ্য-সভায় যেতে হবে আজ- শত নিয়ামতনেব লুটে।
নেব নাকো দান খয়রাতি
ভিক্ষুক সব হাত পাতি
দাবী-করা দান লইব আমরা একসাথে আজি সব জুটে।
বলিব আমরা- এয়, খোদা! মোরা কাফের নহি ত-মুসলমান
সারা দুনিয়ায় যুগে যুগে মোরা তোমার মহিমা করেছি গান
তোমারে বল ত চিনিত কে?
চিনায়েছি মোরা লোকে লোকে।

মোরা দলে দলে সৈন্য সাজিয়া উড়ায়েছি তব জয়-নিশান।
তোমার বারতা প্রচার করিতে ছেড়েছি আমরা সুখ-এরেম,
ধরায় ধূলায় আসন পেতেছি ছাড়ি বেহেশ্তি হুর-হেরেম।
হয়েছি তোমার প্রতিনিধি
মানিয়া চলেছি তব বিধি,
তোমার নামের বিনিময়ে মোরা চাহিনি মুকুট-মুক্তা হেম!
পুত্ররে মোরা কোরবানি দিছি, ফেলিনি অশ্রু-বিন্দু তায়,
দান্দান্ ভেঙ্গে লহু ঝরিয়াছে- লুকায়ে ফিরেছি গিরি-গুহায়।
সহিয়া কত না অত্যাচার
মুক্তি এনেছি 'খানে কাবার'
পশু সীমারের হস্তে আমরা শহীদ হয়েছি কারবালায়।
শত নিপীড়ন তীব্র-দহন মৃত্যুর নাহিকরি' খেয়াল
তোমার কলেমা ঘোষণা করেছে- আজান দিয়েছে শত বেলাল।
শবে-বরাত
ছুটেছি আমরা দিকে দিকে
'কোহ্ কাফে', অতলান্তিকে
হস্তে লইয়া তলোয়ার আর খঞ্জর-নব আল-হেলাল।
ভ্রান্ত পথিকে দেখায়েছি মোরা তব 'সেরাতুল মোস্তাকিম্'
'বোৎপরস্তী দূর করি' সবে তোমার মন্ত্রে দিছি তালিম।
আলোকের জয়-অভিযানে
যুঝেছি আমরা মনে প্রাণে,
তোমারি হুকুম তামিল করেছি, দীন-দুনিয়ার ওগো হাকিম!
আজিও তোমার সুধার সওদা বিশ্বে আমরা করি ফেরি,
ওই শোন আজি দিকে দিকে তাই তোমার নামের বাজে ভেরী।

জ্বেলেছি নূরের নব শিখা
এশিয়া ইউরোপ আমেরিকা,
আমাদেরি হাতে সারা ধরণীর মুক্তি আসিছে– নাহি দেরি।
এত সেবা আর এত প্রাণপাত– সকলি কি আজ বৃথা হবে?
প্রতিদান কিছু পাব না আমরা? বঞ্চিত হয়ে রব সবে?
হ'য়ে থাকি যদি অপরাধী
তাই ব'লে এত বাদাবাদি?
সবাই মোদের মেরে যাবে, আর তুমি দূর হতে চেয়ে রবে?
হবে না প্রভু হবে না তা– আজি এ মহাদানের শুভ রাতে
আমাদের পানে চাহিতে হইবে করুণ–কোমল আঁখি–পাতে।
করে যারা তব অসম্মান
তাহাদের দাও কত না দান।
আমাদের কি গো নাই অধিকার তব প্রেম–সুধা–করুণাতে?
বল, কথা দাও, সাড়া দাও আজি, জবাব দাওএ প্রার্থনার,
যদি নাহি দাও– খাবো না আমরা আজি এ ফিরনী–রুটি তোমার।
না জাগে আজিকে যদি এ জাত
মিথ্যা তোমার 'শবে–বরাত।'
মিথ্যা তোমার ভুবনে ভুবনে এত আয়োজন দান–করার।
শবে–বরাতের রাত্রিতে আজি, চাহি নাকো শুধু ধন ও মান,
সবার ভাগ্যে দিও যাহা খুশি– জাতির দিওগো মুক্তি দান।
জাগরণ লিখো নসিবে তার,
দিও সাধ প্রাণে বড় হবার,
নব–গৌরবে বিশ্বে আবার দাঁড়ায় যেন এ মুসলমান।